দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি ধাপে সঠিক পরামর্শ সুফল দেবে

কাল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

■ রাবেয়া বেবী

এক মা তার সাত সন্তানের প্রত্যেককে চিকিৎসক বানানোর স্বপ্ন দেখেন। তবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ নয়, তার স্বপ্ন সফল করেন পঞ্চম মেয়ে কোহিনূর বেগম রেনু। তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করে এখন চাকরি করছেন একটি ক্লিনিকে। কোহিনূর দরিদ্র প্রসূতি মা ও শিশুদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। গত দুই-তিন বছরে নিজের তত্ত্বাবধানে সফলভাবে করেছেন পাঁচ শতাধিক ডেলিভারি। মায়ের আগ্রহেই মেডিক্যালে পড়তে এসেছিলেন তিনি। মা তাকে বলেছেন তার আগমনটা পরিকল্পিত ছিল না। হঠাৎ তার আগমন সম্পর্কে জানতে পারেন মা। বলি, না বলি করে সময় অনেক পার করে যখন স্বামীকে জানালেন, তিনি এখনই সন্তানের জন্য প্রস্তুত নয়। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। কোহিনূর এখন এমন অনেকের ক্ষেত্রেই শুনে বুঝতে পারে 'আমি সন্তানের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না' বিষয়টা সত্যিকার অর্থে কি।

কি এই প্রস্তুতি? মেডিক্যালে চান্স পাওয়ার আগ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সামান্যই ধারণা ছিল রেনুর। সীমাহীন রাতজাগা পড়াশোনার প্রাথমিক পাট চুকিয়ে ইন্টার্নশিপ শুরু করে দেখেন আরো অনেক কিছুই জানার বাইরে রয়ে গেছে। আর তখনি মূলত আগ্রহ তৈরি হয়। কত মেয়ে একটু পরিকল্পনার অভাবে এবরশন করে, আছে শত সীমাবদ্ধতা, মৃত্যুর ঝুঁকি অসচেতনতার জন্য। কখন একটি দম্পতি সন্তান নিবেন, কি পদ্ধতি তারা গ্রহণ করবেন? আবার দুইটি সন্তান নিলে সময়ের ব্যবধানটা কতটুকু হবে? সন্তান জন্ম দেবে কোথায় -এই সব বিষয়ই প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

কোহিনূর দেখেছেন এর মাঝেও সরকারি হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদের পাশে একটুখানি দাঁড়ালে কতই না খুশি হচ্ছেন তারা। ইন্টার্নশিপ শেষ করে শহর এলাকায় বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত হাসপাতালে কাজ শুরু করেন, তখনো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিই তার রোগী হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তারা জানে না কিভাবে পরিবার গড়তে হয়। এই শ্রেণির মেয়েদের বাল্য বিবাহ হয় বেশি, তাই তাদের মাতৃত্বকালিন ঝুঁকি বেশি। কেউ গর্ভপাত করাতে গিয়ে মারা গেলে ভাবে ভাগ্য। সেটাই যখন খুব বুঝিয়ে দেওয়া হয় দরিদ্র রোগীদের, তখন তারা তা খুব মেনে চলার চেষ্টা করেন। পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ডেলিভারি এবং জন্মপরবর্তী পরিচর্যার প্রতিটি ধাপে সঠিক কাউন্সিলিং আর কিছুটা হাসিমুখের পরামর্শই তাদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধনী দেশগুলোতে অবস্থার উন্নতি হলেও গরিব দেশগুলোতে গত ১৫ বছরে এ অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই অপরিকল্পিত গর্ভপাতের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। গর্ভনিরোধক হিসেবে প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর নতুনত্বের কথাও ভাবা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজাউল করিম কাজল বলেন, ২৮ সপ্তাহের আগে হলেই সাধারণত একে অ্যাবরশন বা গর্ভপাত বলা হয়। তিনি বলেন, যত শিক্ষিত হোক না কেন, আমাদের দেশে বিয়ের আগে কোনো নারী-পুরুষ তাদের পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে ভাবেন না। ডাক্তারের সাথে কথা বলেন না, তাদের কোনো রোগ আছে কি-না, সেই রোগ সন্তানের ক্ষতি করবে কি-না। তারা কোনো রোগের বাহক কি-না? তারা বিয়ের কত বছর পর সন্তান নিবে।

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে-২০১৪ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, নারী প্রতি গড় সন্তান হার বা টিএফআর ২০১১ সালের মতো এখনও ২ দশমিক ৩-এ অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমানে দেশে ৬২ ভাগ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছে। ২০১১ সালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ছিল ৬১ শতাংশ।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ১৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪২-এ দাঁড়িয়েছে। তবে প্রতি ১০জন গর্ভবতী মায়ের মধ্যে মাত্র তিনজন চারবার গর্ভকালীন সেবা গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতি ১০টি প্রসবের মধ্যে মাত্র চারটি প্রসব প্রশিক্ষিত ডাক্তার, নার্স বা মিডওয়াইফ দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ অবস্থার মধ্যেই আগামীকাল ১১ জুলাই পালিত হবে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস।

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির পরিচালক ডা. কাওসার আফসানা বলেন, অনেক বিষয়ে তাদের সচেতনতাও কম। শহরে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ সুবিধাভোগী মানুষের চেয়ে বেশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ আর্বান হেলথ সার্ভের শেষ রিপোর্টে দেখা যায় ৭৭ শতাংশ বস্তিবাসী কোনো না কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করছে। আবার পুরুষরা পদ্ধতি গ্রহণ করে কম। আবার নিরাপদ পদ্ধতি লাইগেশন সম্পর্কে ধারণাও আছে কম। সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাউন্সিলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে সাড়া একটু কম। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আরও ৬০ থেকে ৭০ লাখ দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের আওতায় আনতে হবে।